সবার উপরে মানুষ সত্য

বর্তমান

৩৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা শনিবার ১৯ পৌষ ১৪২৬

মহতী পদক্ষেপ

গত লোকসভা নির্বাচনেও দেশে চাকরির সঙ্কট একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। সাধারণত নির্বাচনে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে ভোটভাগ্যও নির্ধারণ করে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের ২০১৬ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষিত কিন্তু চাকরিহীন এই মানুষ দেশের প্রায় কর্মী ক্ষমতার প্রায় ৯২ শতাংশ। অথচ, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ছাঁটাই দুর্বিষহ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তার মূল কারণই হল— নোটবন্দি এবং জিএসটির প্রত্যক্ষ প্রভাব। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ২০১৮ সালেই ভারতে এক কোটি ১০ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন, যাঁদের অধিকাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ছিলেন। ২০১৬ সালের নভেম্বরে, অর্থাৎ নোটবন্দির ঠিক একমাস পর পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। মাত্র তিন মাসে সেটাই হয়ে যায় ৮.৮ শতাংশ। কিন্তু, ঠিক এক বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেটা নেমে আসে ৬.১ শতাংশে। এর নেপথ্যের কারণটি হল—অসংগঠিত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একটি স্থায়ী ও নিশ্চিত আশ্রয়। এখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাসস্থান ও খাদ্যের দাম সস্তা। পরিবহণ খরচ অনেক কম। সর্বোপরি এই রাজ্যে তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষাও অনেক বেশি।

তা সত্ত্বেও সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় প্রায় ২৯ লক্ষ শ্রমিককে ১৬৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ফের নয়া দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চলাকালীন মেলাতেও বেশ কিছু শ্রমিককে সহায়তা দেওয়া হবে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে মালদহের ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার শ্রমিককে ২৯৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এখানে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৫৮ জন শ্রমিক ১৪৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা পেয়েছেন। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরে ২ লক্ষ ৩ হাজার শ্রমিক প্রায় ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২ লক্ষ ৪৩ হাজার শ্রমিক ১৪০ কোটি টাকা পেয়েছেন।

এভাবে বীরভূমের ১ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমিক ৬০ কোটি টাকা পেয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনার ১ লক্ষ ৪১ হাজার শ্রমিককে ৮৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এভাবে সব জেলাতেই বহু শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভবিষ্যনিধি, মৃত্যু এবং দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকরা সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। এই প্রকল্পে রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে, মুটে, রিকশ চালক, পরিচারিকরা, বিড়ি শ্রমিকরাও সুবিধা পেয়ে থাকেন। এমনকী এখন অনলাইনেও এই প্রকল্পে নাম রেজিস্ট্রেশন করা যায়। সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় নাম নথিভুক্ত থাকলে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনাতে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। এই প্রকল্পে দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিক সব রকম সুবিধা পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ রয়েছেন যাঁদের বয়ঃসীমা ১৫-২৪ বছরের মধ্যে। '১৭ সালের একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যে প্রায় দেড় কোটি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই নির্মাণকর্মী। সুতরাং, এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই রাজ্য সরকার দরাজ হস্তে তাঁদের সুরক্ষিত করার চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাচ্ছে। কেননা, দীর্ঘদিন ধরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলেন। দিন আনা দিন খাওয়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নাগরিকদের জন্য রাজ্যের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি মহতী পদক্ষেপ।

অমৃতকথা

যাঁহার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, যাঁহার শক্তিতে কার্য্যকরী সমস্ত শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত, সেই অনির্ব্বণীয় আত্মব্রহ্ম অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আছেন জীবে জীবে। তিনিই জনক তিনিই জননী! লীলা করিতেই তিনি স্ত্রীপুরুষভাবে ভাবিত হইয়া হইয়াছেন অনন্ত জীবমিথুনের স্রষ্টা। অতএব আমরা বলিতে পারি তাঁহার সত্তায় আমরা সত্তাবান। তাঁহার প্রাণশক্তিতে আমরা প্রাণময়, ক্রিয়াশক্তিতে ক্রিয়াময় ও জ্ঞানদীপ্তিতে প্রকাশময়। তিনি

প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম

বিশ্ব জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রপ্রধানরা এবার ভরসা রাখছেন নারীশক্তির উপর

বিশেষ নিবন্ধ

ছত্রধর দাস

জলবায়ু সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের ২৫ তম সম্মেলন হল স্পেনের মাদ্রিদ শহরে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীদের অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণ দরকার। তা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাঁদের অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাঁরা চূড়ান্তভাবে পুরুষদের চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন—এই যুক্তিতেই প্যারিস চুক্তি জলবায়ু সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ও কর্মসূচি রূপায়ণে পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

এর অর্থ হল বিগত ২০০ বছরের সুসভ্যতা রক্ষার দায় এবার চাপবে নারীদের উপর। গৃহকর্মের অধিকার যাঁদের জন্মগত, সামাজিক অবজ্ঞা আর অত্যাচার, নিপীড়ন-বঞ্চনার চাদর যাঁদের অনেককে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে, অবশেষে তাঁদের উপর আস্থাশীল হলেন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সমবেত মতামত। এটা কি নারীদের কর্মনিপুণতার প্রতি আস্থা, নাকি তাঁদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা? এই বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কারণ জলবায়ুর খামখেয়ালিপনা যেখানে দিনকে দিন অবোধ্য হয়ে উঠছে, পৃথিবীর তাবড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রয়াস যেখানে ১৯৯৭ সাল থেকে কিয়োটো চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে না, সেখানে তাঁরা ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্ধেক কমাতে চেয়েছেন। আর এ কাজে পরিবেশ ভাবনায় উদগ্রীব বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা ইতিমধ্যেই প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব উষ্ণায়নের দ্রুতগামী রথে লাগাম পরানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব চাপিয়েছেন মহিলাদের উপর।

পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে অর্থবহ করে জরুরি পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজনে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা গবেষকরা নন, প্রশাসনিক স্তরে পরিবর্তন আনতে হবে—এই দাবিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ' প্রোগ্রামে শামিল হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। পৃথিবীর জলবায়ু যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখনই জরুরি ব্যবস্থা না নিলে সর্বনাশ আসন্ন। তাই প্রতি শুক্রবার কিছুক্ষণের জন্য থমকে যাচ্ছে সুইডেনের স্কুলের পঠন-পাঠন। রাজনীতির নেতা-নেত্রী নয়, মাত্র ১৬ বছরের এক কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ ২০১৮ সালের আগস্ট মাস থেকেই 'Friday for Future' নামে এক সাপ্তাহিক প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন। প্রতি শুক্রবার এই স্ট্রাইকে হাজার হাজার যুবক-যুবতী দাবি করেন জলবায়ু সমস্যার সমাধানে সরকারকে আরো কঠোর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু থুনবার্গ যা পারেন, আমাদের দেশের মেয়েরা কি তা পারেন? সংশয়টা এইজন্য নয় যে তৃতীয় বিশ্বের মেয়েরা কাঠামোগত বা চরিত্রগত বিন্যাসে আলাদা। এই রকম গরিব অর্থনীতির দেশের বহু মহিলাই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত। এখানে নুন-আনতে-পান্তা-ফুরোয় অবস্থায় মিড-ডে মিলের ভোগান দিয়ে স্কুলের গন্ডিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় গরিব-গুর্বো মানুষের ছেলেপিলেদের। শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার খাতায় কলমে থাকলেও বঞ্চিত মানুষদের অনেক মেয়েই এখনও মেয়ে জন্মকে পাপ-জন্ম মনে করে। তাঁদের হাতে থাকবে নীতি নির্ধারণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা!!

রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ মঞ্চ ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা অর্ধেক করার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাপনে বদল আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ালেই হবে না, সেইসঙ্গে জীবাশ্ম-জ্বালানির থেকে নির্গত শক্তির তুলনায় সৌরশক্তি আর বায়ুশক্তির উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে যান-দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে 'এক্সপোনেন্সিয়াল রোডম্যাপ রিপোর্ট' তৈরি করেছেন। এর জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি থেকে শুরু করে নগর পরিকল্পনা বা খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি—সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আর এখানেই সমাজের জীববৈচিত্র্য ও স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ সম্ভবপর হবে। বায়ুকে দূষণমুক্ত করার তাগিদে সম্ভাব্য সমাধানের পথে যেমন নতুন কর্ম সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব হবে তেমনি তার মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য নতুন টেকনোলজি বা কারিগরি সমাধানের মাধ্যমে অনেক কম খরচে জীবাশ্ম-জ্বালানির বিকল্প তৈরি করাও সহজতর হবে। প্রকৃতপক্ষে সৌর ও বায়ু শক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা অসম্ভব নয়। এজন্য দরকার মানসিকতায় বদল ঘটানো। এর অর্থ, জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহারে ভর্তুকি বন্ধ করা আর পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ব্যবহারকে উজ্জীবিত করা এবং বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

জীবনযাত্রার ব্যবহারিক স্তরে পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৩ তম অধিবেশনে মহিলাদের যুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন স্বীকার করে নেন রাষ্ট্রনেতারা। এর কারণ পৃথিবীর সব দেশেই জলবায়ুর পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে মূলত জনসংখ্যার সেই অংশে যেখানে মানুষ তাদের জীবনযাপনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। আর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মহিলারাই মূলত একাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকেন। তাই মহিলারাই বেশিমাত্রায় খরা, বন্যা, ঝঞ্ঝা বা ভূমিক্ষয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশিমাত্রায় বিপন্ন বোধ করেন।

> ***দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনেকক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগ্রহণে মহিলাদের অসম অংশগ্রহণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের পরিপন্থী। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে মহিলাদের স্থানীয় জ্ঞান, স্থিতিযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্বদান, দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক কর্মসম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মহিলারা বর্তমানে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করছেন। এমনকী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নাগরিকদের কাছে অনেকক্ষেত্রেই অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণ হয়। তাই জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে এবার নারীকেই নিতে হবে মুখ্য দায়িত্ব।***

দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনেকক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগ্রহণে মহিলাদের অসম অংশগ্রহণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের পরিপন্থী। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে মহিলাদের স্থানীয় জ্ঞান, স্থিতিযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্বদান, দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক কর্মসম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মহিলারা বর্তমানে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করছেন। এমনকী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নাগরিকদের কাছে অনেকক্ষেত্রেই অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণ হয়। তাই জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে এবার নারীকেই নিতে হবে মুখ্য দায়িত্ব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সংক্রান্ত (UNFCCC) সম্মেলন মহিলা ও পুরুষের যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, লক্ষ্য তো স্থির হল, তারপর? লেখাপড়া শিখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মেয়েরাও কি সবাই পারবেন এই উদ্যোগের শরিক হতে? তাঁরা কি সুস্পষ্টভাবে জানেন তাঁদের জন্য কোন কাজটি অপেক্ষা করে আছে? কী তার পরিকল্পনা? একা গ্রেটা নয়, এজন্য চাই নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নয়া সমীকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির পাঠে এখনও যে অনেক পিছিয়ে আমাদের ভারত! তাই ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৫ তম সম্মেলনের মঞ্চের বার্তাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণ ও তার সম্পাদনে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাতে জলবায়ু সমস্যার সমাধানে মহিলাদের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

• লেখক লালবাবা কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষক

(মতামত ব্যক্তিগত)

Scanned with CamScanner